মুজিবনগরে গুডনেইবারর্স এর বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালন

“আমার স্বাস্থ্য, আমার অধিকার”এই প্রতিপাদ্যে মুজিবনগরে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালন উপলক্ষে র্যালী, আলোচনা সভা ও বিশ্ব স্বাস্হ্য দিবসের কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটার সময় গুড নেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর আয়োজনে, সিডিপি এর বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিস প্রাঙ্গণে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালন উপলক্ষে একটি বর্ণনাঢ্য র্যালী বের করা হয়।র্যালীটি প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন শেষে সিডিপি অফিস চত্বরে এসে শেষ হয়। এবং স্বাস্থ্য দিবসের আলোচনা সভা ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

গুডনেইবারর্স মেহেরপুর সিডিপির ম্যানেজার সুব্রত টুডু এর সভাপতিত্বে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালন ও কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা: আরিফুজ্জামান।

সিডিপি এর ভলেন্টিয়ার লিডার সজীব হোসেন এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গুডনেইবারর্স মেহেরপুর সিডিপি অফিসার (স্বাস্থ্য) আহসানুল হক, বল্লভপুর মিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আলপনা সরকার, সুপ্রতিবেশী মহিলা সমবায় সমিতি এর ক-অপারেটিভ সাপোর্ট অফিসার মেহেদী হাসান।

তারপরে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে উপলক্ষে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন বল্লভপুর মিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর শিক্ষার্থী বৃন্দ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালন উপলক্ষে আলোচনা সভায় স্কুলে শিক্ষার্থী এবং বাগোয়ান ইউনিয়নের কমিউনিটির সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুরে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আলোচনা সভা

মেহেরপুরে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে পবিত্র শবে-ক্বদর এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য” শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৩ এপ্রিল) দুপুরে জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মূনীমের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকারের উপ পরিচালক মোঃ শামীম হোসেন।

জেলা ইসলামী ফাউন্ডেশন আয়োজিত আলোচনা সভায় এছাড়া জেলা মডেল মসজিদ ইমাম মুফতী মোঃ সাদিকুর রহমান, ফিল্ড সুপারভাইজার ফিল্ড সুপারভাইজার তাওহীদুল ইসলাম, ফাউন্ডেশনের ফিল্ড অফিসার আবু রায়হান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাস্টার ট্রেনার মাওলানা মোঃ আব্দুল হামিদ,মোয়াজ্জেম ইসরাফিল হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালিত

মেহেরপুরে ১৭ তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও র্যালীর আয়োজন করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের আয়োজনে মঙ্গলবার (২ এপ্রিল) সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কাজী কাদের মোঃ ফজলে রাব্বির সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসান। বিশেষ অতিথি

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আব্দুল করিম।

জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরে রেজিস্ট্রেশন কর্মকর্তা কাজী আবুল মনসুরের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় ডা.আতিকুজ্জামান, জেলা প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা তুলসী কুমার পাল, ফায়েল উদ্দিন আহমেদ, রুপালী খাতুন, এনামুল হক,জন পি বিশ্বাস, ফারুক আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে জেলা শিল্পকলা একাডেমী থেকে একটি র্যালী বের হয়। র্যালীটি প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসন কার্যালয় প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়।

মেহেরপুরের সব চেয়ে বয়স্ক বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু

মেহেরপুর সদর উপজেলার যাদবপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা এস এম আলামিন ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল (১০৫) বছর।

সোমবার (১ এপ্রিল) দিবাগত রাত সাড়ে ১১ টার দিকে মেহেরপুর ২৫০শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। এস এম আল আমিনের তিন ছেলে, নাতি, নাতনি সহ অসংখ্য গুণাগ্রহী রয়েছেন।

১৯৭১ সালের যুদ্ধকালীন সময় এস এম আল আমিন আনসার কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তিনি ভারতের চাকুলিয়া প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এবং ৮ নং সেক্টর কমান্ডারের সাব সেক্টর কমান্ডার এ আর আজম চৌধুরীর সাথে বিভিন্ন ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ দেখ ভাল করতেন। এস এম আলামিন ছিলেন মেহেরপুর জেলার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ বীর মুক্তিযোদ্ধা।

আজ মঙ্গলবার (২ এপ্রিল) বেলা ১০ টার দিকে সদর উপজেলার যাদবপুর স্কুল মাঠে রাস্ট্রিয় মর্যাদায় সম্মাননা গার্ড অব অনার শেষে যাদবপুর কেন্দ্রীয় কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হয়েছে।

এসময় জেলা প্রশাসন, পুলিশের বিভাগের কর্মকর্তা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও বীর মুক্তিযোদ্ধারা উপস্থিত ছিলেন।

আ. লীগ নেতা ও মুক্তিযোদ্ধা কাশেমের ছেলে লিওন গুরতর জখম

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন শেষ হয়েছে তিন মাস পূর্বে। কিন্তু তার জের শেষ হয়নি এখনো। মেহেরপুর-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে ভোট করার কারনে জনপ্রশাসন মন্ত্রীর পক্ষের নেতাকর্মীরা গ্রামের মসজিদ, ঈদগাহ ও গোরস্তানের কমিটি পুনর্গঠন করতে চাই। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কমিটির দখল নিতে শুরু হয়েছে অধিপত্য বিস্তারের মহড়া। অধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে নৌকা ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর নেতাকর্মীদের মধ্যে সৃষ্ট রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ৭ জন আহত হয়েছেন।

গতকাল সোমবার (১ এপ্রিল) দিবাগত রাত ৯ টার দিকে সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামের মাদ্রাসা মাঠের পাশে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি রাঁধাকান্তপুর গ্রামের আবুল কাশেম মাস্টারের ছেলে শাহরিয়ার লিওন (৩৮), আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা আনসার আলীর ছেলে আরিফ হোসেন, পালু শেখের ছেলে মোছাব আলী এবং নজরুল ইসলাম।

অপর পক্ষের আহতরা হলেন একই গ্রামের রেজাউল হকের ছেলে আনারুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর আলম ও জামাই ফারুক হোসেন।

আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল ও মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি শাহরিয়ার

লিওনের অবস্থা আশংকাজনক বলে জানান কর্তব্যরত চিকিৎসক।

আহত লিওনের পক্ষের কর্মী সুরজ আলী বলেন, তিন মাস আগে জাতীয় সংসদ নির্বাচন শেষ হয়েছে। সেই নির্বাচনের জের ধরে স্বতন্ত্র প্রার্থীর লোকজনকে গ্রামের মসজিদ, ঈদগাহ ও গোরস্তানের কমিটি থেকে বাদ দিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির নেতাকর্মীরা। তারা এলাকায় প্রভাব বিস্তার করতে এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থীর ট্রাক প্রতীকের স্থানীয় কর্মী সমর্থকদের নাম বাদ দিয়ে দিয়েছেন। তারা এলাকায় অধিপত্য বিস্তার করেছে। তারাবি নামাজ শেষে শাহরিয়ার লিওনসহ অন্যান্যরা একটি দোকানে বসে ছিলেন।

এসময় মহসিন আলীর ছেলে ভনা ও ফারুক, আমজাদ হোসেনের ছেলে সেলিম, রেজাউল হকের ছেলে রানা হোসেন ও জাহাঙ্গীর কিতাব আলীর ছেলে মিলটন, মোজাম্মেল হকের ছেলে হামিদুল ইসলামের নেতৃত্বে ২৫/৩০ জন লোক দেশীয় তৈরী অস্ত্র নিয়ে এসে লিওনের সাথে প্রথমে বাকবিতণ্ডা ও পরে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। এসময় উভয় পক্ষের ৭ জন আহত হন।

পরবর্তি পিরস্থিতি শান্ত রাখতে বর্তমানে এলাকায় বিপুল পরিমান পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানান সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ কনি মিয়া।

মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার বিকেলে বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স পর্যটন মোটেলে এ আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে বাগওয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মুজিবুর রহমান মধু এর সভাপতি তে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের (সাবেক) সাংগঠনিক সম্পাদক আয়ুব হোসেন, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম,বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ৫ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি রকিবউদ্দীনসহ বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃকর্মীবৃন্দ।

উপজেলা সবচেয়ে বড় ইউনিয়ন বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগকে আরো গতিশীল করে, সংগঠিত করার মাধ্যমে মেহেরপুর মুজিবনগরের গর্ব জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এর হাতকে শক্তিশালী করে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন অতিথিবৃন্দ।

মেহেরপুরে সড়কে কেড়ে নিল দুটি তাজা প্রাণ

মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের চাঁদবিলে সিমেন্ট বোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় হাসান আলী (২৫) নামের এক যুবক ও অজ্ঞাত এক দিনমজুর নিহত হয়েছেন।

সোমবার সকাল সাড়ে ৭টার সময় সদর উপজেলার চাঁদবিলে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত হাসান আলী চাদবিল গ্রামের লিটন হোসেনের ছেলে। অপর নিহত ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়নি। অজ্ঞাত মরদেহটি মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, ঘটনার সময় চাঁদবিল গ্রামের হাসান আলী গরুর জন্য ঘাস কাটতে এবং দিনমজুর অজ্ঞাত ব্যক্তিটি সাইকেল যোগ রাস্তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এসময় চুয়াডাঙ্গা থেকে মেহেরপুর গামী একটি

সিমেন্ট বোঝাই ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাদের দুজনকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই দুজনের মুত্যু হয়। হাসানের পরিচয় সনাক্ত হওয়ায় তাকে নিজ বাড়িতে এবং অজ্ঞাত মরদেহটি উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শেখ কনি মিয়া জানান, অজ্ঞাত মরদেহটি সনাক্ত করার জন্য বিভিন্ন স্থানে খবর দেওয়া হয়েছে। ট্রাকের চালককে আটক করা হয়েছে এবং ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে স্বাস্থ্য সনদের টাকা নিচ্ছেন বড়বাবু

স্বাস্থ্য সনদ প্রদানে ঘুষ নেওয়ার ভিডিওচিত্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হলেও সিভিল সার্জন কোন বিভাগীয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেননি। অভিযুক্ত মেহেরপুর সিভিল সার্জন অফিসের প্রধান অফিস সহকারী (বড়বাবু) খলিলুর রহমান।

তিনি দাপটের সাথেই বলছেন সিভিল সার্জনের নির্দেশেই ১২ বছর ধরে স্বাস্থ্য সনদের টাকা নেয়া হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও চিত্রে দেখা ও শোনা যায় কোরিয়া যাবার জন্য একদল যুবক বড়বাবুর রুমে সনদ পেতে দেন দরবার করছেন।

যারা প্রতিসনদে ৭শ করে টাকা দিচ্ছেন তাদের সনদ দেয়া হচ্ছে। যারা ব্যর্থ হচ্ছে তাদের সনদ ফাইল বন্দি করা হচ্ছে। ৭শ টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করা এক যুবকের আপত্তির মুখে তাকে সিভিল সার্জনের রুমে নিয়ে যেতে দেখা যায়।

কোরিয়া যাওয়ার প্রক্রিয়াটি পাঁচটি ধাপে শেষ হয়। প্রথমেই অনলাইন নিবন্ধন। এরপর লটারি করে বোয়েসেল। বিজয়ীদের কোরিয়ার ভাষাগত দক্ষতার পরীক্ষা দিতে হয়। এটি পাস করলে দক্ষতা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা। এরপর পুলিশের কাছ থেকে ছাড়পত্র নিয়ে ভিসার আবেদন করা যায়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কোরিয়াগামীদের এক যুবক জানান- অল্প সময়ের মধ্যে আমরা বিদেশ চলে যাবো, তাই কোন ঝামেলা না করে ৭শ করে টাকা ম্যানেজ করে খলিলকে দিই। তারপর সে আমাদের রিপোর্ট দেই।

যোগাযোগ করা হলে অফিস সহকারি খলিলুর রহমান জানান- সিভিল সার্জনের অনুমতি নিয়েই ২০১২ সাল থেকে সব ধরণের সাস্থ্যসনদে টাকা নেয়া হয়। স্বাস্থ্য সনদের টাকা রাস্ট্রের কোষাগারে জমা হয় কী না জানতে চাইলে তার সদুত্তর দিতে পারেননি।

সিভিল সার্জন ডা. মহী উদ্দিন আহমেদের কাছে টাকার নেয়ার কারন জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটার নিয়ম আমার জানা নেই। জেনে জানাবো। আর আমি সম্প্রতি মেহেরপুরে জয়েন করেছি। আপনাদের অভিযোগটি ক্ষতিয়ে দেখা হবে।

মেহেরপুর জনতা ব্যাংকে অগ্নিকাণ্ড

জেনারেটরের বিদ্যুৎ থেকে শর্ট সার্কিট হয়ে আগিুকাণ্ড ঘটেছে মেহেরপুর জনতা ব্যাংকে। আজ রবিবার (৩১ মার্চ) সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে জনতা ব্যাংকের বড় বাজার শাখায় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

অগ্নিকাণ্ডে বড় ধরনের কোন ক্ষতি না হলেও আগুনের ধোঁয়ায় এলাকায় ভিত্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

জানা গেছে, সকাল সাড়ে দশটার দিকে বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পর ব্যাংকের নিজস্ব জেনারেটর চালু করা হয়। জেনারেটর চালুর পরপরই জেনারেটরের বিদ্যুৎ থেকে শর্ট সার্কিটের মাধ্যমে আগুন লাগে। এসময় ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা দ্রুত অগ্নি নির্বাপন গ্যাস ব্যবহার করে আগুন আয়ত্তে নেন।

খবর পেয়ে মেহেরপুর ফাঁয়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছান।

অগ্নিকান্ডের সাথে সাথে ধোঁয়ার কুন্ডলী বের হতে থাকে। এসময়

ব্যাংকসহ শহর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তড়িৎ গতিতে অগ্নি নির্বাপন গ্যাস ব্যবহার করাই বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায় বলে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মকর্তারা জানান।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কনি মিয়া বলেন, আগুন লাগার খবর পেয়ে পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছান।

গাংনীর কাথুলীতে তৃতীয় ধাপে ১৮০০ মিটার নদী খননের কাজের সূচনা

আজ শনিবার সকাল ১১ সময় তৃতীয় ধাপের ভৈরব নদী খননের কাজের সূচনা করেন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ইউনুস এন্ড ব্রাদার্স প্রোঃমোঃ ইউনুস আলী।

উপস্থিত ছিলেন ১ নং কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃসেলিম রেজা,বাড়াদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম, পানি উন্নয়ন বোর্ডের এস ও আলমগীর হোসেন,এ্যাসিসটেন্ট ইন্জিনিয়ার শান্ত, কাথুলী ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি রেজাউর রহমান রহমান, কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের ১ নং ওয়ার্ডের মেম্বর বাবলু বিশ্বাস, ২ নং ওয়ার্ডের মেম্বর জিনারুল ইসলাম, সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ইউনুস এন্ড ব্রাদার্সের সত্বাধিকার দীপু মিয়া জানান আজকে তৃতীয় ধাপের ভৈরব নদী খননের কাজ সুরু করা হচ্ছে।আনুষ্ঠানিক ভাবে ৬ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি শুভ উদ্বোধন করবেন। কাথুলী বেল্টে ১৮০০ মিটার নদী খননের কাজ করা হবে।এবং মেহেরপুর বেল্টে ১৫০০ মিটার কাজ শুরু হবে।তার ধারাবাহিকতায় আজকে নদী খননের কাজ শুরু করা হয়েছে।

এ বিষয়ে কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা

জানান মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বাংলাদেশ সরকারের জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির নেতৃত্বে মেহেরপু জেলার উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে মন্ত্রী মহোদয় ৬০ কিলোমিটার নদী খননের কাজ সম্পন্ন করেছেন।এবারও কাথুলী বেল্টে ভারত সীমান্তের শেষ পর্যন্ত ১৮০০ মিটার নদী খননের কাজ শুরু করা হচ্ছে।আগামী ৬ তারিখে মন্ত্রী মহোদয় আনুষ্ঠানিক ভাবে শুভ উদ্বোধন করবেন।

কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা জানান মেহেরপুর জেলার উন্নয়নের জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি ইতিমধ্যে যে উন্নয়ন করেছেন তা আজ দৃশ্যমান। তার ধারাবাহিকতায় আজকে ভৈরব নদী খননের কাজের শুরু করেছেন।সে জন্য মন্ত্রী মহোদয় কে ধন্যবাদ জানাই এবং কুতুবপুর ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানে উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছেন।